দৈনিক জনকণ্ঠ

46

তারিখ 03 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্রটি মোটেই সুখকর নয়। নানা রকম সমস্যা এই ক্ষেত্রটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া দেশে সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি করা আজও সম্ভব হয়নি। দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ নিরক্ষর। তার ওপর লাখ লাখ শিশু স্কুলে যায় না। যাওয়ার সুযোগ-সুবিধা তাদের সামনে নেই। বিপুলসংখ্যক ছেলেমেয়ে প্রাইমারী শিক্ষা শেষ করতে পারে না। মাঝপথে তারা পড়া বন্ধ করতে বাধ্য হয় পারিবারিক ও অন্যান্য অসুবিধার কারণে। তবে আমাদের দেশে যেসব শিশুর সঙ্গে বইপত্রের সম্পর্ক নেই তাদের মূল সমস্যাটি দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণেই বহু শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়া হয় না, হলেও মাঝপথে ঝরে পড়তে হয়, পড়া বন্ধ করে জীবিকার জন্য কাজে নামতে হয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যা কিছু কিছু বাড়লেও তা কোনক্রমেই পর্যাপ্ত নয়, সকল স্থানে সকলের সুবিধার আওতায় প্রাথমিক বা উচ্চতর বিদ্যালয় নেই। অনেক স্থানে বিদ্যালয় আছে তো শিক্ষকের স্বল্পতা। অনেক স্থানে জরাজীর্ণ গৃহে বিদ্যালয়ের কাজ চলে। আর প্রতিবছর শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্কুল ত্যাগ করে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে শিক্ষিতের হার কম সেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে এই ঝরে পড়া সমস্যাটি উদ্বেগ ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করতে পারে না।

দেশে সরকারী এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারী নিয়মরীতিতে চলে। কিন্তু বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর নানা সমস্যা। অতি সম্প্রতি বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা এক সমাবেশে তাঁদের সেই সব দাবি তুলে ধরেছেন। চাকরি জাতীয়করণসহ পাঁচ দফা দাবিতে তাঁরা রাজধানী ঢাকায় কাফনের কাপড় পরে মিছিল করেছেন গত রবিবার। তাঁরা আমরণ অনশন শুরু করেছেন। শেষ পর্যন্ত ৫ জনকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। অর্ধ শতাধিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, বেশ কয়েকবার সরকারী তরফ থেকে শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিনিধি দলকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি দিতে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়। পরে সরকারী পক্ষ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করতে আসেন প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক। প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায়, উপস্থিত শিক্ষকদের দাবি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে মেনে নেয়া হবে বলে শিক্ষকদের আশ্বাস দেয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে বলা চলে, প্রাথমিক বেসরকারী শিক্ষকরাও দেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দেশে সরকার শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন উদ্যোগকে সমর্থন করছে। দেশে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সুস্পষ্ট সরকারী নিয়ম আছে, সেগুলোকে জাতীয়করণ করা না করার ব্যাপারে সরকারী কিছু পরিষ্কার শর্তও রয়েছে। শর্তসমূহ পূরণ করে এমন বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এবং সে সবের শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার এবং দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য এটা প্রয়োজন। কিন্তু শর্তসমূহ পূরণ করে না এমন বিদ্যালয়ের ব্যাপারে কোন অহেতুক দাবি সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। সেরকম কোন বিষয় নিয়ে অযৌক্তিক কোন দাবি উত্থাপন সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। প্রাথমিক বেসরকারী শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া সরকারের গ্রহণ করা উচিত এবং অন্য কোন দাবি শিক্ষকদের তরফ থেকে উত্থাপিত হওয়া উচিত নয়। প্রাথমিক বেসরকারী শিক্ষকদের বর্তমান আন্দোলন এবং তাঁদের দাবি-দাওয়াকে সেই আলোকে বিবেচনা করা উচিত। যৌক্তিক যে কোন দাবি-দাওয়া জনসাধারণের সমর্থন পেতে পারে। কিন্তু কোন অযৌক্তিক দাবি-দাওয়া যেভাবেই উপস্থাপন বা পেশ করা হোক না কেন, তা জনসমর্থন পেতে পারেনা।